বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

‘ব্যবসায় শিক্ষা’ ইউনিট

ভর্তি-নির্দেশিকা

আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৪-২০২৫

পরীক্ষার তারিখ	০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ শনিবার
প্রবেশপত্র ডাউনলোড	২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সকাল ১০:০০ টা পর্যন্ত
পরীক্ষার সময়	সকাল ১১:০০টা - দুপুর ১২:৩০ মিনিট
পরীক্ষার সময়কাল	১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ	সকাল ১০:৩০ মিনিট

ভর্তির যোগ্যতা ও প্রাথমিক আবেদনপত্র

১। (ক) ২০২৪ সনের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা/'এ' লেভেল/ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট-এ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে।

(খ) ২০২৪ সনের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান/মানবিক শাখা থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে।

২। **ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য প্রযোজ্য:**

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য ব্যবসায় শিক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত (৪র্থ বিষয়সহ) জিপিএ-র যোগফল অন্তত ৭.৫০ (মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম ৩.০) আছে কেবল তারা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ থেকে আগত প্রার্থীদের একাউন্টিং বিষয়টি অবশ্যই থাকতে হবে এবং উক্ত বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ন্যূনতম ৩.০ থাকতে হবে।

৩। **বিজ্ঞান শাখার জন্য প্রযোজ্য:**

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান শাখার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত (৪র্থ বিষয়সহ) জিপিএ-র যোগফল অন্তত ৮.০০ (মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম ৩.৫) আছে কেবল তারা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০ নম্বরের গণিত অথবা পরিসংখ্যান (আবশ্যিক/ঐচ্ছিক) বিষয়টি অবশ্যই থাকতে হবে এবং উক্ত বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ন্যূনতম ৩.৫ থাকতে হবে।

৪। **মানবিক শাখার জন্য প্রযোজ্য:**

ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মানবিক শাখার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত (৪র্থ বিষয়সহ) জিপিএ-র যোগফল অন্তত ৭.৫০ (মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম ৩.০) আছে কেবল তারা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০ নম্বরের অর্থনীতি অথবা পরিসংখ্যান (আবশ্যিক/ঐচ্ছিক) বিষয়টি অবশ্যই থাকতে হবে এবং উক্ত বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ন্যূনতম ৩.০ থাকতে হবে।

৫। **IGCSE/O Level এবং IAL/GCE A Level পাস প্রার্থীর ক্ষেত্রে:**

(ক) 'ও' লেভেলে অন্তত ৫টি বিষয়ে এবং 'এ' লেভেলে অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। যাদের 'এ' লেভেলে Business Studies/Accounting/Economics/Mathematics/Statistics-এর মধ্যে যে কোনো একটি বিষয় ছিল, কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে। তবে তাদেরকে 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল-এর ৭টি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো ৪টি বিষয়ে কমপক্ষে B গ্রেড ও ৩টি বিষয়ে কমপক্ষে C গ্রেড থাকতে হবে। তবে 'ও' এবং 'এ' লেভেলে যথাক্রমে আলাদাভাবে গ্রেড পয়েন্ট ৩.০ থাকতে হবে। পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের পয়েন্ট হবে এ-রকম: A=5.0 B=4.0 C=3.50 D=3.00।

(খ) 'ও' লেভেল/'এ' লেভেল/সমমান বিদেশি পাঠ্যক্রমে বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সমতা নিরূপণের জন্য https://admission.eis.du.ac.bd ওয়েব সাইটে গিয়ে শিক্ষার্থী "সমমান আবেদন" বা "Equivalence Application" মেন্যুতে আবেদন করে তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। সমতা নিরূপণের পর প্রাপ্ত "Equivalence ID" ব্যবহার করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতো তারাও একই ওয়েবসাইটে লগ ইন করে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে।

৬। আবেদনকারীকে ০৪/১১/২০২৪ তারিখ দুপুর ১২:০০ টা হতে ২৫/১১/২০২৪ তারিখ রাত ১১:৫৯ মিনিটের মধ্যে DU Admission Website (https://admission.eis.du.ac.bd)-এ অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ভর্তির আবেদনের জন্য শিক্ষার্থীর উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিকের তথ্য, বর্তমান ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, পিতা ও মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (ঐচ্ছিক), শিক্ষার্থী যে বিভাগীয় শহরের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আগ্রহী ঐ কেন্দ্রের নাম, কোটা সংক্রান্ত তথ্য এবং স্ক্যান করা একটি ছবির প্রয়োজন পড়বে। ভর্তির আবেদন ফি সাথে সাথে অনলাইনে বা ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের (সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী) যে কোনো শাখায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জমা প্রদান করা যাবে। আবেদন ও ফি জমার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উক্ত ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে। অনলাইনে অথবা ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া না হলে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৭। ভর্তি পরীক্ষা ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, শনিবার সকাল ১১:০০ টায় শুরু হবে।

৮। ভর্তি পরীক্ষার প্রার্থীদের পরীক্ষার স্থান Website (https://admission.eis.du.ac.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে জানানো হবে।

৯। পরীক্ষা বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন ও লিখিত উভয় পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্নের পরীক্ষা ৪৫ মিনিট এবং লিখিত পরীক্ষা ৪৫ মিনিটের হবে। উত্তরদান পদ্ধতি প্রশ্নপত্রের নির্দেশাবলি অংশে বর্ণিত থাকবে।

১০। বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন ও লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-এর ভিত্তিতে মেধাস্কোর নির্ধারিত হবে।

১১। মোট ১২০ নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন ও লিখিত পরীক্ষা মিলে ১০০ নম্বর নির্ধারিত থাকবে এবং অবশিষ্ট ২০ নম্বর মাধ্যমিক পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত জিপিএ ২ দিয়ে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত জিপিএ ২ দিয়ে গুণ করে এই দুইয়ের যোগফল ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে মোট ১২০ নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি করা হবে।

এসএসসি ও এইচএসসি /'ও' লেভেল ও 'এ' লেভেল	=	২০
বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন	=	৬০
লিখিত পরীক্ষা	=	৪০
মোট নম্বর	=	১২০

১২। বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্নের পরীক্ষায় প্রতি চারটি ভুল উত্তর প্রদানের জন্য একটি শুদ্ধ উত্তরের নম্বর কর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে।

১৩। পরীক্ষার উদ্দেশ্য হবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্জিত জ্ঞান যাচাই করা। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার নম্বর বণ্টন হবে নিম্নরূপঃ

- ব্যবসা শিক্ষা শাখা

ক) বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন অংশ	নম্বর
বাংলা (আবশ্যিক)	১২ x ১ = ১২
ইংরেজি (আবশ্যিক)	১২ x ১ = ১২
হিসাববিজ্ঞান (আবশ্যিক)	১২ x ১ = ১২
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (আবশ্যিক)	১২ x ১ = ১২
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন অথবা ফিন্যান্স,ব্যাংকিং ও বিমা	১২ x ১ = ১২
	মোট নম্বর = ৬০

খ) লিখিত অংশঃ	নম্বর
বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ	(৪ x ১) = ৪
ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ	(৪ x ১) = ৪
ভুল সংশোধনী (বাংলা)	= ৪
ভুল সংশোধনী (ইংরেজি)	= ৪
বাণিজ্য বিষয়ঃ	
হিসাববিজ্ঞান (আবশ্যিক)	= ৮
ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (আবশ্যিক)	= ৮
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন অথবা ফিন্যান্স,ব্যাংকিং ও বিমা	= ৮
	মোট নম্বর = ৪০

- বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা

ক) বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন অংশ	নম্বর
বাংলা (আবশ্যিক)	১২ x ১ = ১২
ইংরেজি (আবশ্যিক)	১২ x ১ = ১২
আইসিটি (আবশ্যিক)	১২ x ১ = ১২
গণিত/পরিসংখ্যান/অর্থনীতি (যে কোনো ১টি)	২৪ x ১ = ২৪
	মোট নম্বর = ৬০

খ) লিখিত অংশঃ	নম্বর
বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ	(৫ x ১) = ৫
ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ	(৫ x ১) = ৫
ভুল সংশোধনী (বাংলা)	= ৫
ভুল সংশোধনী (ইংরেজি)	= ৫
আইসিটি (আবশ্যিক)	= ১০
গণিত/পরিসংখ্যান/অর্থনীতি (যে কোনো ১টি)	= ১০
	মোট নম্বর = ৪০

- **A Level /Equivalent**

(a) <u>MCQ Section</u>

	Marks
English (Compulsory)	16
Advanced English (Compulsory)	12
Business Subjects (Any Two):	
Business Studies	16
Accounting	16
Economics	16
Mathematics	16
Statistics	16
	Total = 60

(b) <u>Written Section</u>

	Marks
Essay writing	= 10
Error Correction	= 10
Business Subjects (Any Two):	
Business Studies	= 10
Accounting	= 10
Economics	= 10
Mathematics	= 10
Statistics	= 10
	Total = 40

<u>মেধাতালিকা প্রকাশ ও করণীয়</u>

১৪। (ক) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা: ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী ৮৫৬ জন ও বিভিন্ন কোটায় ৭৪ জন প্রার্থীকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে। তবে বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন অংশে ইংরেজিতে ন্যূনতম ০৫ এবং সর্বমোট ২৪ নম্বর পেতে হবে। এছাড়া লিখিত অংশের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য নম্বর ১২। তবে বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন এবং লিখিত উভয় অংশ মিলে ন্যূনতম ৪০ নম্বর পেতে হবে। ভর্তির উপর্যুক্ত শর্তসমূহ কোটাসহ সকল পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে মেধাক্রমানুসারে আসন সংখ্যার ন্যূনতম ৩ গুণ প্রার্থীর লিখিত উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে।

(খ) বিজ্ঞান শাখা: ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী ৮৭ জন ও বিভিন্ন কোটায় ৮ জন প্রার্থীকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে। তবে বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন অংশে ইংরেজিতে ন্যূনতম ০৫ এবং সর্বমোট ২৪ নম্বর পেতে হবে। এছাড়া লিখিত অংশের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য নম্বর ১২। তবে বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন এবং লিখিত উভয় অংশ মিলে ন্যূনতম ৪০ নম্বর পেতে হবে। ভর্তির উপর্যুক্ত শর্তসমূহ কোটাসহ সকল পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে মেধাক্রমানুসারে আসন সংখ্যার ন্যূনতম ৩ গুণ প্রার্থীর লিখিত উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে।

(গ) মানবিক শাখা: ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী ২৩ জন ও বিভিন্ন কোটায় ২ জন প্রার্থীকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে। তবে বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন অংশে ইংরেজিতে ন্যূনতম ০৫ এবং সর্বমোট ২৪ নম্বর পেতে হবে। এছাড়া লিখিত অংশের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য নম্বর ১২। তবে বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন এবং লিখিত উভয় অংশ মিলে ন্যূনতম ৪০ নম্বর পেতে হবে। ভর্তির উপর্যুক্ত শর্তসমূহ কোটাসহ সকল পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। বহুনির্বাচনি (MCQ) প্রশ্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে মেধাক্রমানুসারে আসন সংখ্যার ন্যূনতম ৩ গুণ প্রার্থীর লিখিত উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে।

ভর্তির জন্য নির্বাচিত ৯৬৬ জন প্রার্থীকে মেধাক্রম অনুসারে এবং ৮৪ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন কোটা অনুসারে নিম্নলিখিত ৯টি বিভাগে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে:

বিভাগের নাম	ব্যবসায় শিক্ষা হতে		বিজ্ঞান শাখা হতে		মানবিক শাখা হতে		কোটাসহ মোট ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা
	মেধা	কোটা	মেধা	কোটা	মেধা	কোটা	
ম্যানেজমেন্ট	১২৪	১১	১১	১	৩	০	১৫০
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস	১২৪	১১	১১	১	৩	০	১৫০
মার্কেটিং	১২৪	১১	১১	১	৩	০	১৫০
ফিন্যান্স	১২৪	১১	১২	০	৩	০	১৫০
ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স	৮৩	৭	৭	১	২	০	১০০
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস	৮৩	৭	৭	১	২	০	১০০
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট	৮৩	৭	৭	১	১	১	১০০
ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস	৮৩	৭	৭	১	২	০	১০০
অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ	২৮	২	১৪	১	৪	১	৫০
কোটাসহ মোট ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৮৫৬	৭৪	৮৭	০৮	২৩	০২	১০৫০

১৫। কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর করনীয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওয়ার্ড কোটা (কেবল ছেলে/মেয়ে/স্বামী/স্ত্রী), উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি, বাক, শ্রবণ, শারীরিক ও নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারস, হিজড়া), মুক্তিযোদ্ধার সন্তান (সন্তান পাওয়া না গেলে নাতি/নাতনী) ও খেলোয়াড় (শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "বিকেএসপি" থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী) কোটার মধ্যে প্রার্থী যে কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণের সময়ে কোটার নির্দিষ্ট ঘরে আবেদনকারীকে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক না করলে পরবর্তীতে কোনো অবস্থাতেই কোটার জন্য বিবেচিত হবে না।

উল্লেখ্য,কোটা সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রচলিত নীতি অনুসরণ করা হবে। কোটায় আসন পূরণ না হলে মূল মেধা তালিকা থেকে শূন্য আসন পূরণ করা হবে।

১৬। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা কোটা সুবিধা পেতে চায় তাদেরকে ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অফিস থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদর্শনপূর্বক নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করে উক্ত সময়সীমার মধ্যে অফিস চলাকালীন বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অফিসে জমা দিতে হবে।

১৭। ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে খেলোয়ার কোটায় ভর্তির যোগ্যতা ও শর্ত নিম্নরূপ:

ক) প্রার্থীকে জাতীয় দলের বর্তমান খেলোয়াড় হতে হবে;

খ) বিগত ৩ (তিন) বছরের মধ্যে জাতীয় দল, জাতীয় "এ" দল এবং বয়সভিত্তিক (অনুর্ধ্ব ২৩/২০/১৯/১৭/১৬) দলের সদস্য হয়ে জাতীয়/ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

গ) ব্যক্তিগত ক্রীড়াসমূহে (বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনভূক্ত প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ অলিম্পিক ক্রীড়া ফেডারেশনভূক্ত) র‍্যাংকিং অনুযায়ী ১-৫ এর মধ্যে থাকতে হবে;

ঘ) ক-গ সকল খেলোয়াড় প্রার্থীর বয়স অনুর্ধ্ব ২৩ বছর হতে হবে এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

ঙ) ০১/১২/২০২৪ তারিখ দুপুর ১২:০০ টা হতে ১০/১২/২০২৪ তারিখ রাত ১১:৫৯ মিনিটের মধ্যে DU Admission Website (https://admission.eis.du.ac.bd)-এ অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

চ) অনলাইনে আবেদনকৃত জাতীয় দলের খেলোয়ার সংশ্লিষ্ট ইউনিটে আলাদা ভাবে লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

ছ) ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অফিস হতে নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণ করে উক্ত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে। এ সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে নোটিশ প্রদান করা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ক। ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে ফরমের সাথে প্রয়োজনীয় সনদপত্র যথা- মার্কসীট ও সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি ছাড়াও যে সব কাগজ জমা দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে:

- প্রার্থী সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র।
- উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রবেশপত্রের ফটোকপি।
- মাধ্যমিক শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপি এবং ৫ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

খ। অনলাইন ভর্তি ফরম পূরণের সময় কোটা-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দিতে হবে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোনো নতুন অন্তর্ভুক্তি গ্রহণ করা হবে না।

গ। পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন বা তদ্রুপ কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ঘ। পরীক্ষার দিন থেকে ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।